কালের কণ্ঠ

তারিখ 18 DEC 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

বরগুনায় এবার দ্বিতীয় শ্রেণির প্রশ্ন ফাঁস, ১৪০ স্কুলের পরীক্ষা স্থগিত

বরগুনা প্রতিনিধি ▷

একের পর এক প্রাথমিকের সমাপনীসহ বিভিন্ন শ্রেণির প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ও ভুলে ভরা প্রশ্ন নিয়ে যখন সমালোচনা চলছে, তখন আবার বরগুনায় দ্বিতীয় শ্রেণির প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। গত শনিবার সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে বেতাগী উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার দ্বিতীয় শ্রেণির গণিত পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যায়। রাতেই উপজেলার ১৪০টি বিদ্যালয়ের এ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়।

এ নিয়ে বরগুনা জেলায় চার দফা প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। এর আগে আগে দুই দফা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় ২৪৮টি বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় একটি বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে।

বরগুনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ডিপিও) আবদুল মজিদ জানান, শনিবার সন্ধ্যায় বেতাগী উপজেলার বার্ষিক পরীক্ষার দ্বিতীয় শ্রেণির গণিত পরীক্ষার প্রশ্ন ফেসবুকে ফাঁস হওয়ার খবর পান তিনি। পরে মূল প্রশ্নের সঙ্গে ফেসবুকে পাওয়া ওই প্রশ্নের মিল থাকায় শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে রবিবারের বেতাগী উপজেলার ১৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

মাধ্যমিক ও প্রাথমিকে চার দফা প্রশ্ন ফাঁস হলো

আবদুল মজিদ আরো জানান, এ ঘটনায় বেতাগী উপজেলার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা (এটিও) আবদুস সালাম ও বেতাগী উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইনস্ট্রাক্টর এ কে এম শহিদুল্লাহর সমন্বয়ে দুই সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। এ কমিটিকে আগামী তিন দিনের মধ্যে তাদের তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। রবিবারের স্থগিত পরীক্ষাটি আগামী ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার নতুন প্রশ্নে নেওয়ার দিন ধার্য করা হয়েছে।

এর আগে ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর বরগুনা সদর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণির তিন বিষয়ের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়। প্রশ্ন ফাঁসের সত্যতা পেয়ে সদর উপজেলার ২৪৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্থগিত করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়। বরগুনা সদর উপজেলার প্রশ্ন ফাঁসের পর গত ১২ ডিসেম্বর দুই সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। অন্যদিকে গত বৃহস্পতিবার বরগুনা সদর উপজেলার আয়লা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. গোলাম সরোয়ার ননীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এর আগে গত ৯ ডিসেম্বর বরগুনা সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণিতের প্রশ্ন ফাঁস হয়।

উল্লেখ্য, গত মাসে প্রাথমিকের সমাপনী পরীক্ষা হয়, যাতে অংশ নেয় ২৮ লাখের বেশি শিক্ষার্থী। শেষ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নও পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হয় একটি ফেসবুক পেজে। এ ছাড়া প্রশ্নে ভুল ধরা পড়ে। এ নিয়ে সমালোচনা ও প্রতিবাদ হয়। পরীক্ষা বাতিলের দাবিও ওঠে। কয়েক বছর ধরেই বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের খবর সংবাদমাধ্যমে এলেও এবার এর ব্যাপকতা পৌঁছেছে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নানা উদ্যোগের পরও অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জেএসসি এবং পঞ্চম শ্রেণির পিইসিতে (প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা) অনেক বিষয়ের প্রশ্ন পরীক্ষা শুরুর আগেই চলে এসেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রশ্ন ফাঁসের জন্য শিক্ষকদের দুষলেও দুর্নীতি দমন কমিশনের 'শিক্ষাসংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক টিমের' অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ সরকারি প্রেস (বিজি প্রেস), ট্রেজারি ও পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং
সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কার্যার্থে/সদয় অবগতি
স্বাক্ষর